17 JUL 1992

দৈনিক খবর

তারিখ 18 JUL 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 0

110

# প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রাথমিক স্কুলসমূহের জন্যে শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগের নিমিত্তে লিখিত পরীক্ষা হবে। শিক্ষিকার ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্যে এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগ হলেই চলবে। ফেঞ্চুগঞ্জ থানার অধীনে একজন আবেদনকারিণী যার ক্রমিক নং ১৪২ তারিখ ২১-৫-৯২ইং-এর নামে আবেদনপত্র করা হয়। আবেদন পত্রের সহিত বিজ্ঞপ্তি মারফত চাহিত সব কিছু পূরণ করা হয়। তার নামে লিখিত পরীক্ষার জন্যে কার্ড ইস্যু না হওয়াতে তার অভিভাবক অফিসে ও অফিসারের কাছে কারণ জানতে চাইলে ও লিষ্ট দেখতে চাইলে স্পষ্ট উত্তর আসে কোন অবস্থাতেই লিষ্ট দেখানো ও কারণ দর্শানো হবেনা।

আবেদনকারী এসএসসি প্রথম বিভাগসহ স্নাতক পাস। আবেদনের মূল কপির সাথে ৬টি আবশ্যকীয় শর্ত পূরণের রেকর্ড সম্বলিত আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। আবেদনপত্র সরাসরি অফিসে দাখিল করা হয়েছে।

সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও অফিসারের এহেন দমন নীতির জন্যে আবেদনকারিণী অত্যন্ত বিচলিত এবং শংকিত। আবেদনকারিণী স্বহস্তে নির্ধারিত ছকে আবেদন পত্র পূরণ করেছেন। তার উপর এই অনিয়ম ও অবিচারের জন্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

আবেদনকারিণী তার যথাযথ মূল্যায়ন হতে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে প্রতিকার চান। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও অফিসের জনস্বার্থ বিরোধী আচরণ এবং কর্ম সুযোগের উপায় হতে তাকে বঞ্চিত করার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিচার চান।

আবেদনকারিণীরপক্ষে-
এম-এ মুনিম
অভিভাবক, গ্রাম- বাদে দেউলী,
ডাকঘর- ফুটিকিউবপুর
থানা- ফেঞ্চুগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।